

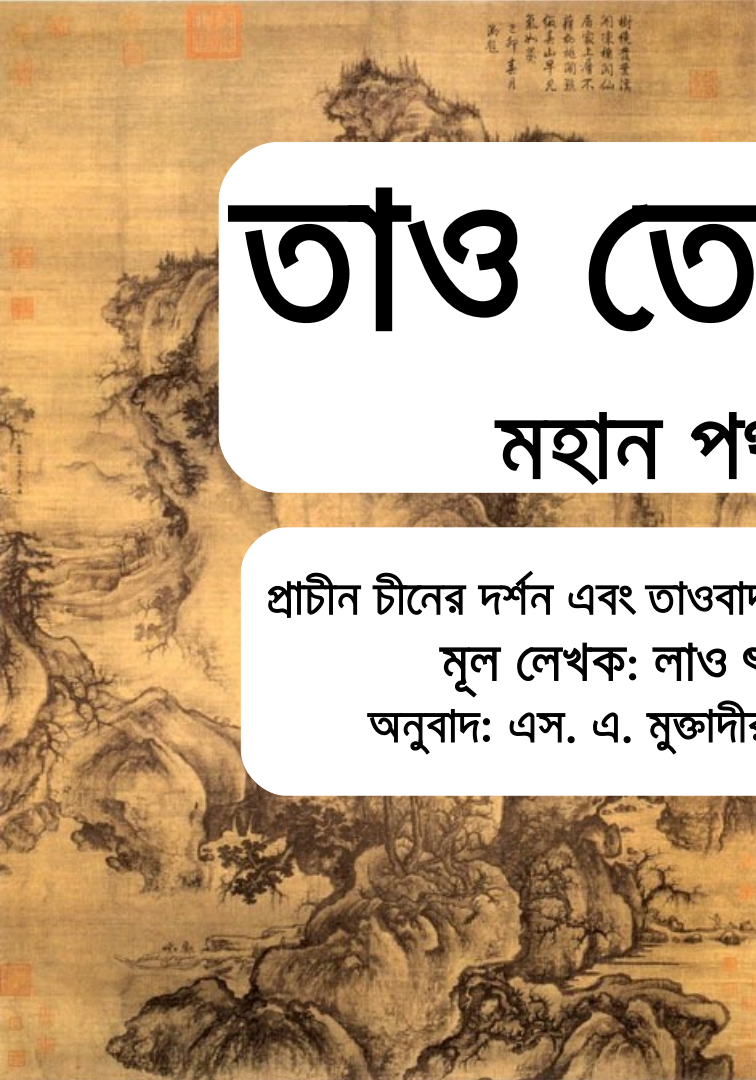
তাও তে চিং

মহান পথ...

প্রাচীন চীনের দর্শন এবং তাওবাদ ধর্মের ভিত্তি

মূল লেখক: লাও ত্সু

অনুবাদ: এস. এ. মুক্তাদীর সম্রাট



কপিরাইট ©২০২০, এস. এ. মুক্তাদীর সম্রাট



এই কাজটি [ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-নন কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভ ৪.০ আন্তর্জাতিক লাইসেন্সের](#) অধীনে লাইসেন্সকৃত।

আপনি স্বাধীনভাবে:

বন্টন করতে পারেন – যে কোনও মাধ্যম বা বিন্যাসে উপাদানটি অনুলিপি ও পুনঃবিতরণ করতে পারেন

লাইসেন্সকারী এই স্বাধীনতাগুলি প্রত্যাহার করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি লাইসেন্সের শর্তাবলী অনুসরণ করছেন।

নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীনে:

- ➔ **অ্যাট্রিবিউশন** – আপনাকে অবশ্যই যথাযথ কৃতিত্ব দিতে হবে, কোনো বাড়তি বিধিনিষেধ নয় – আপনি আইনি শর্তাদি বা প্রযুক্তিগত পরিমাপ প্রয়োগ করতে পারবেন না যা লাইসেন্সের অনুমতিপত্রে বৈধভাবে কোন কিছু করা থেকে অন্যদের সীমাবদ্ধ করে। লাইসেন্সের একটি লিঙ্ক প্রদান করতে হবে, এবং কোন পরিবর্তন করা হলে তা নির্দেশ করতে হবে। আপনি যে কোন যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তা করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন পদ্ধতিতে নয় যাতে মনে হয় লাইসেন্সকারী আপনাকে বা আপনার এই ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।
- ➔ **অ-বানিজ্যিক** – আপনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উপাদান ব্যবহার করতে নাও পারেন।
- ➔ **কোন উদ্ভূত নয়** – আপনি যদি কাজটি পরিবর্তন, রূপান্তর, বা কাজটির ওপর ভিত্তি করে কিছু তৈরি করেন, তবে আপনি সম্পাদিত উপাদান বিতরণ নাও করতে পারেন।
- ➔ **কোনো বাড়তি বিধিনিষেধ নয়** – আপনি আইনি শর্তাদি বা প্রযুক্তিগত পরিমাপ প্রয়োগ করতে পারবেন না যা লাইসেন্সের অনুমতিপত্রে বৈধভাবে কোন কিছু করা থেকে অন্যদের সীমাবদ্ধ করে।

আরো কিছু তথ্য

সম্পূর্ণ বইটি [তাও তে চিং \(মহান পথ...\)](#) ব্লগে পাওয়া যাবে।

বইটি তৈরীতে প্রোপ্রাইটরি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়নি।

ব্যবহৃত সফটওয়্যার: লিব্রেঅফিস-৬.৩

ব্যবহৃত ফন্ট: সিয়াম রূপালী, মুক্তি ন্যারো, এবং সোলাইমানলিপি
অপারেটিং সিস্টেম: ডেবিয়ান ১০ বুস্টার

১ম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৯ (ইন্টারনেট)

২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০ (ইন্টারনেট)

সূচিপত্র

কপিরাইট ©২০১৯, এস. এ.	পদ্য-১৯.....১৯
মুক্তাদীর সম্রাট.....২	পদ্য-২০.....২০
আরো কিছু তথ্য.....৩	পদ্য-২১.....২১
উৎসর্গ.....৬	পদ্য-২২.....২২
অনুবাদকের নিবেদন.....৭	পদ্য-২৩.....২৩
পরামর্শ এবং যোগাযোগ	পদ্য-২৪.....২৪
.....৮	পদ্য-২৫.....২৫
কৃতজ্ঞতা.....৯	পদ্য-২৬.....২৬
পদ্য-১.....১	পদ্য-২৭.....২৭
পদ্য-২.....২	পদ্য-২৮.....২৮
পদ্য-৩.....৩	পদ্য-২৯.....২৯
পদ্য-৪.....৪	পদ্য-৩০.....৩০
পদ্য-৫.....৫	পদ্য-৩১.....৩১
পদ্য-৬.....৬	পদ্য-৩২.....৩২
পদ্য-৭.....৭	পদ্য-৩৩.....৩৩
পদ্য-৮.....৮	পদ্য-৩৪.....৩৪
পদ্য ৯.....৯	পদ্য-৩৫.....৩৫
পদ্য-১০.....১০	পদ্য-৩৬.....৩৬
পদ্য-১১.....১১	পদ্য-৩৭.....৩৭
পদ্য-১২.....১২	পদ্য-৩৮.....৩৮
পদ্য-১৩.....১৩	পদ্য-৩৯.....৪০
পদ্য-১৪.....১৪	পদ্য-৪০.....৪১
পদ্য-১৫.....১৫	পদ্য-৪১.....৪২
পদ্য-১৬.....১৬	পদ্য-৪২.....৪৩
পদ্য-১৭.....১৭	পদ্য-৪৩.....৪৪
পদ্য-১৮.....১৮	

পদ্য-৪৪.....	৪৫
পদ্য-৪৫.....	৪৬
পদ্য-৪৬.....	৪৭
পদ্য-৪৭.....	৪৮
পদ্য-৪৮.....	৪৯
পদ্য-৪৯.....	৫০
পদ্য-৫০.....	৫১
পদ্য-৫১.....	৫২
পদ্য-৫২.....	৫৩
পদ্য-৫৩.....	৫৪
পদ্য-৫৪.....	৫৫
পদ্য-৫৫.....	৫৬
পদ্য-৫৬.....	৫৭
পদ্য-৫৭.....	৫৮
পদ্য-৫৮.....	৫৯
পদ্য-৫৯.....	৬০
পদ্য-৬০.....	৬১
পদ্য-৬১.....	৬২
পদ্য-৬২.....	৬৩

পদ্য-৬৩.....	৬৪
পদ্য-৬৪.....	৬৫
পদ্য-৬৫.....	৬৬
পদ্য-৬৬.....	৬৭
পদ্য-৬৭.....	৬৮
পদ্য-৬৮.....	৬৯
পদ্য-৬৯.....	৭০
পদ্য-৭০.....	৭১
পদ্য-৭১.....	৭২
পদ্য-৭২.....	৭৩
পদ্য-৭৩.....	৭৪
পদ্য-৭৪.....	৭৫
পদ্য-৭৫.....	৭৬
পদ্য-৭৬.....	৭৭
পদ্য-৭৭.....	৭৮
পদ্য-৭৮.....	৭৯
পদ্য-৭৯.....	৮০
পদ্য-৮০.....	৮১
পদ্য-৮১.....	৮২

উৎসর্গ

আবু-আম্মু কে, যাদের জন্য জীবনের পথচলা...

অনুবাদকের নিবেদন

তাও তে চিং (মহান পথ..), চীনের প্রসিদ্ধ ধর্ম তাওবাদ-ধর্ম কিংবা তাওবাদ দর্শনের সূচনা এখান থেকেই। বইয়ের মূল লেখক হিসেবে ধারণা করা হয় লাওজি/লাও ৎসু (Laozi (Lao Tsu, Lao-Tze)) নামের কোন এক জ্ঞানী মহাপুরুষকে। চৈনিক ভাষায় লাওজি শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী বৃদ্ধ' (Old Master), তার জন্ম, নাম, আসলেই তিনি ছিলেন নাকি পুরোটাই কল্পনা, এগুলো নিয়ে আজো জল্পনা হচ্ছে, কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতকের আবার কারো কারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ শতকের; আবার কারো কারো মতে লাওজি শুধু একক ব্যক্তির নাম নয়, অসংখ্য জ্ঞানী মহাপুরুষদের সম্মিলিত নাম। যাহোক, এসব আসলে ইতিহাসের ব্যাপার, এর সাথে বইটির তেমন কোন সম্পর্ক নেই, যখন এটি পড়ি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এত সুন্দর, এত মাধুর্যতাময় বিষয় অথচ বাংলা ভাষায় সহজলভ্য তো নয় ই, তারপরেও যে তিনটি অনুবাদ রয়েছে (দুইটি বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল আমার), হেলাল উদ্দিন আহমেদের লেখা, "প্রাচীন চীনা দর্শন- লাওসি ও কনফুসিয়াস" এবং সরকার আমিনের লেখা "তাও তে চিং (সহজিয়া পথ)"। বইগুলো পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি, মনে হয়েছে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, তাই ইংরেজি অনুবাদ গুলো পড়া শুরু করলাম, সেখান থেকে প্রায় ৮টির মত অনুবাদ পড়ে ফেলি, অবাক হতে হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে, মূল সুর প্রায় এক থাকলেও প্রতিটি বইয়ের পটভূমি একেক রকমের, ভাষাগত ছন্দও আলাদা, এখন আমার অনুবাদের বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক, ইংরেজি অনুবাদ বইগুলো পড়ে মনে হল বাংলা ভাষায়ও আরো অনুবাদ থাকা প্রয়োজন, এমন বই জীবনে অন্তত একবার হলেও পড়া প্রয়োজন, তাওবাদের প্রতিটি কথাতে যেন জীবনের অভ্যন্তরের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে, প্রতিবাদ হয়েছে সমগ্র কতৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার, বলা হয়েছে ভালবাসার কথা, জীবনের পথের কথা, সেই মহান পথ, যে পথ জীবনকে নিয়ে যায় অনন্য উচ্চতায়, যেখানে থাকে না কোন ঘৃণা, থাকে না লোভ। সমগ্র মানবজাতির জন্য যেন উপহার স্বরূপ একটি

বই। এতে মোট ৮১ টি পদ্য রয়েছে। সমগ্র বই জুড়েই এক অদ্ভুত দ্বৈত অস্তিত্বের দেখা পাওয়া যায়, যেমন, আলো-আঁধার, পূর্ণ-অপূর্ণ, শূন্য-অশূন্য, মন্দ-ভাল, ন্যায়-অন্যায়, ইত্যাদি। প্রত্যেকেই যেন একে অপরের পরিপূরক। একটি না থাকলে যেন আরেকটির অস্তিত্ব থাকে না।

একেতো দর্শন, তার উপর পদ্যের ছন্দময়তা, এ বিষয় দুটো অনুবাদ করা তুলনামূলক জটিল, এবং সময় সাপেক্ষ। তাই বেশ সময় নিয়েই কাজটি করতে হয়েছে। অনেকগুলো বইয়ের ভিড় থেকে তিনজন অনুবাদকের বই বেছে নিয়েছিলাম, "Jonathan Star", "Stephen. Mitchell" এবং Northfield Buddhist Meditation Center এর ইংরেজি অনুবাদ; সবই অনলাইনে সহজলভ্য এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়, এছাড়াও অনলাইনে বেশ কিছু বই এবং ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে শুরু করি, টানা ৭৬ টি অনুবাদ করার পর পড়াশোনায় জন্য থামতে হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস পেপার জমা দেবার পরেই আবার ভাবতে বসি অসমাপ্ত কাজটুকু নিয়ে, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ এ কাজটি সম্পন্ন করি।

যেহেতু নিতান্ত ভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে কাজটি করা, তাছাড়া নিজের পছন্দের কাজ ছিল, তাই বেশ ভাল অনুভূতি পেয়েছি।

এখন যদি পাঠকদের ভাল লাগে কিংবা খারাপ লাগে তাহলে নিশ্চয়ই পরামর্শ পাওয়া থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। তাছাড়া অনুবাদে যদি ভুল থেকে থাকে আমাকে জানালে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো।

পরামর্শ এবং যোগাযোগ

ফেসবুক: www.facebook.com/samuktadir

ইমেইল: s.samrat22@gmail.com

ব্লগ: taotechingbangla.blogspot.com

কৃতজ্ঞতা

অনুবাদ গুরুর পর আব্দুলকে দিয়ে পড়িয়েছিলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি পদ্য পড়েছিলেন। আর পরামর্শ দিয়েছিলেন কাজ চালিয়ে যেতে। ছোট বোন পুতুলের কথা তেমন কিছু বলার নেই, সব কিছুতেই ওর সমর্থন পাওয়া যায়।

পদ্যগুলো অনুবাদ করার সময় দার্শনিক বন্ধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র মেহেদি হাসান সুজনের সাথে বেশ কিছু কথোপকথন হয়। আর কাজটি সমর্থন করে, প্রশংসাও করে।

বন্ধু খন্দকার আজাদ মারুফ রবিন ও শেখ শোয়াইব আহমেদ সজীবের কাছ থেকেও সাড়া পেয়েছি, তারাও উৎসাহিত করেছে কাজকে আরো এগিয়ে নিতে।

এহতেশাম হোসেন পল্লব, তৌহিদুর রহমান শিশির, ওমর গোলাম রাব্বানী, প্রীতি সাহা, খাইরুন নাহার, মোঃ বিপ্লব হোসেন সহ ফেসবুকের বন্ধুরা পড়েছে, এবং সময়ে সময়ে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়েছে কাজটি ভালই হচ্ছে!

আসলে কাকে রেখে কাকে বাদ দেই? আমার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে প্রত্যেকটি বিষয়ের অবদান থাকে, যাদের যাদের সংস্পর্শে আসি তাদেরও অবদান থাকে। তাই সর্বোপরি প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় এবং আমার সকল বন্ধু ও শুভাকাজিদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তাদের সবার আন্তরিক আহ্বানে একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের অনুবাদ শেষ করতে পেরেছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

পদ্য-১

যে পথে হাঁটা হয় তাই নয় পথ।
সব পথ বয়ে নেয় জীবনের রথ।
যে নামে ডাকা হয় তাই নয় নাম।
নাম আর নামহীন দুটিই সমান।

নামহীন হল পরমসত্য।
আর নাম হল পরমভিত্তি।
সকল কিছুর সূচনা।
বাসনা মুক্ত হলে বুঝতে পারবে এর রহস্য।
আর বাসনায় আচ্ছন্ন হলে অনুভব করবে শুধু বাসনা।
রহস্য আর বাসনার উৎস একই,
উৎসের নাম আঁধার।
আঁধারের মাঝে আঁধার, সকল জ্ঞানের সূচনা।

পদ্য-২

সবাই সৌন্দর্য ভালবাসে, কদর্যতা আছে বলেই।
সবাই মহত্ব ভালবাসে, পাপ আছে বলেই।
জীবন আর মৃত্যু একই সুতোয় গাঁথা।
জটিল আর সরল,
বড় আর ছোট,
উঁচু আর নিচু - সবই সমভাবে বাঁধা।
শব্দ আর নীরবতা একে অপরের সাথে মিশে যায়।
আদি আর অন্তের মত অচিন সীমানায়।

জ্ঞানী সবই করে কিছু না করে।
শেখায় সবই কিছু না বলে।
যারা বড় হতে চায় তিনি বড় করেন।
যারা বিলীন হতে চায়, তিনি তাই করেন।
সে দিয়ে যায়, ফেরতের আশায় নয়।
সে পরিশ্রম করে, উপহারের আশায় নয়।
সে কাজ করে, ফলের আশায় নয়।
নিজের জন্য সে কিছুই গড়েনা, এই খরস্রোতা সময়ের ভুবনে
সময় তাকে বিলীন করতে পারে না, তিনি চিরস্থায়ী সকল সময়ে।

পদ্য-৩

যদি মানুষের কাছে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করা হয়
তাদের মন শক্তি হারায়।
যদি সব তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়
তারা অসৎ পথে যায়।

জ্ঞানী এমনটা চায়না,
তার নেতৃত্ব মনকে করে প্রসারিত
তাদের দেহ-মনের চাহিদা মিটিয়ে,
ভোগের বাসনা দমন করে,
আর মিথ্যাকে ধ্বংস করে, সুবাসে সুরভিত।
তার সাহায্যে হৃদয় সকলের সাথে মিলিয়ে যায়,
মানুষ জানতে পারে, তাদের মন কী চায়।
আর তারা দ্বিধায় ভুগে, যারা ভাবে সবই জানে।

সে মানুষকে ভোগমুক্তির পথ দেখায়
যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হতে বলে
মানুষের হৃদয় যখন সততায় পূর্ণ হয়, কে তাদের বিপথে নিতে পারে?
আর কোন চেতনাই বা তাদের ছাইয়ের গাদায় ছুড়ে ফেলে?
যখন কেউ সঠিক পথে যায়, নিজেকে সবার সাথে মিশিয়ে
হৃদয় খুঁজে পায় তার সর্বোত্তম স্থান।

পদ্য-৪

মহান পথকে মনেহয় শূন্যতা কিন্তু এ শূন্যতা পূর্ণ করে অফুরন্ত পাত্র
মহান পথকে দেখা যায়না,
কিন্তু এর আভায় আলোকিত হয় মহাবিশ্বের সর্বত্র।
এর আবেশে তীক্ষ্ণ হতে পারে ভোঁতা
আর শক্ত বাঁধন হতে পারে আলগা,
সূর্যকে ঢেকে দেয় তরল মেঘ, ধূলোকে করে একত্র।

অপার গভীর, নিখুঁত পবিত্র, স্থায়ী
এমনি থাকবে অনন্তকাল, অসীম সময়, চিরস্থায়ী
আমি জানিনা এটা কোথেকে এলো
তবে এ পথ ঈশ্বরের চেয়েও প্রাচীন।

পদ্য-৫

মহান পথ কখনো নির্দিষ্ট দিক দেখায় না,
এখানে ভালো আর মন্দ দুটিই সমান।
জ্ঞানী কারো পক্ষ নেয় না,
সাধু আর পাপী দুজনকেই স্বাগত জানায়।

এই পথ অনেকটা হাপরের মত,
এটা ভেতর প্রশস্ত, অসীম ধারণ সম্পন্ন।
যত বেশি এটা ব্যবহার করবে, তত বেশি ফল পাবে।
যত বেশি এটা নিয়ে কথা বলবে, তত কম বুঝতে পারবে।

হৃদয়ে স্থাপন করো।

পদ্য-৬

অন্তহীন সৃষ্টি।
অন্তহীন স্পন্দন।
অসীম শক্তি যার ক্ষয় নেই।
তাকে বলা হয় লুকানো সত্তা।
যদিও সে আছে জগৎ জুড়ে।
তার নিখুঁত পবিত্রতা কখনো নষ্ট হবার নয়।
যদিও সে অগণিত অবস্থায় বিরাজ করে
তার সত্য পরিচয় সুরক্ষিতই থাকে
তুমি সেটা দেখো আর না দেখো কিছু যায় আসে না
অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক
সে অসীম সত্তার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই না
এ পথ হল সীমাহীন, অনন্ত
এটাই একমাত্র লুকানো সত্তার হৃদিস দিতে পারে
সে অক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি
অনন্তের দরজা
তার বাণী শোন
সকল সৃষ্টির মাঝে যার প্রতিধ্বনি বাজে
কোন ব্যর্থতা ছাড়াই সে টিকে আছে
সে আমাদের দেয় পরিপূর্ণতা।

পদ্য-৭

মহান পথ সুপ্রাচীন এবং অনন্ত
কেন এটা অনন্ত অসীম?
কারণ নিজের জন্য এর কোন চাওয়া নেই।
এজন্যই সে সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে।

জ্ঞানী পেছনে থাকে এজন্যই সে এগিয়ে যায়
সেও নিজের জন্য কিছু চায় না
তাই সে তাদেরই প্রতিনিধি
সে নিজেকে সবার মাঝে মিশিয়ে দেয়
তাই সে পূর্ণ পরিতৃপ্ত।

পদ্য-৮

জীবনের সর্বোত্তম পথ জলের মত হওয়া শ্রেয়।
জল সকলের উপকার করে, কারো ক্ষতি করে না।
এটা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে,
আর এমন স্থান পরিচ্ছন্ন করে যা মানুষ পারে না।
এই মহান পথ জলের ধারার মত।

জীবনকে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দাও।
শক্ত ভূমিতে ঘর বাঁধো।
তোমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হও।
প্রদর্শন করো দয়া।
কথা বলার সময় সত্য বলো।
যখন তুমি শাসক, থাকে যেন সবার প্রতি সমান মায়া।
কাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করে নাও।
পারিবারিক জীবনে খেয়াল রেখো, সময়ই সব।

জীবনের ক্ষেত্রে নিজের মত বাঁচো।
কখনো তুলনা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না।
সবাই তোমায় ভালবাসবে।

পদ্য ৯

জ্বর-দখল লড়াইয়ের কোন শেষ নেই।
ছুরিকে খুব বেশি ধার দিতে গেলে ক্ষয় হবেই।
হীরা-মানিক দিয়ে ঘর সাজালে চোরের চোখ পড়বেই।
নিজেকে অহংকার আর গর্বের চাদরে ঢেকে রাখলে পতন হবেই।
যে কাজ করতে চাও পুরোপুরি কর।
নিজেকে সবার জন্য উজাড় করে দাও।

এটা স্বর্গীয়,
স্বর্গের প্রশান্তিময় পথ।

পদ্য-১০

বিচ্ছিন্ন বিচরণ থেকে
পারবে কি মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে?
সদ্য জন্মানো শিশুর দেহের মত
পারবে কি নিজের দেহকে নমনীয় করতে?
পারবে কি প্রসারিত করতে অন্তর্দৃষ্টি,
নিজেকে দেখার আগ পর্যন্ত?
নিজের ইচ্ছে না চাপিয়ে,
পারবে কি মানুষদের ভালবাসে তাদের নেতা হতে?
মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত হতে
পারবে কি তুমি অতি সহজেই?
নিজের মন থেকে বাইরে এসে
পারবে কি বুঝতে সকল কিছু?

সৃষ্টি কর আর তাকে যত্ন কর।
চেষ্টা করোনা নিয়ন্ত্রণের।
কাজ করে যাও, কিন্তু প্রত্যাশা করোনা।
নেতৃত্ব দাও কিন্তু বশে আনতে যেয়ো না
এটাই সব চেয়ে বড় মহত্ত্ব।

পদ্য-১১

আমরা শুধু চাকার গুণগান গাই
কিন্তু মাঝখানের শূন্যতাই চাকাকে চালায়।
কাদা-মাটি দিয়ে পাত্র বানাই,
ব্যবহার করি মাঝখানের শূন্যতাই।
কাঠ গেঁথে তৈরি হয় ঘর,
এর শূন্যতার মাঝেই আমাদের বসবাস।
আমরা অস্তিত্বের জন্য কাজ করি
তবে অনস্তিত্বতাই ব্যবহার করি।

পদ্য-১২

রঙের ঝলক চোখকে করে অন্ধ।
শব্দ মিছিল কানকে করে বধির।
তীব্র সুবাস নষ্ট করে স্বাদ।
চিন্তার মিছিল দুর্বল করে মন।
ভোগ-বাসনা ধ্বংস করে হৃদয়।

জ্ঞানী সমস্ত বিশ্বকে দেখে।
কিন্তু বিশ্বাস করে শুধু মনের দেখা।
তার দুয়ার সবার জন্য খোলা।
তার হৃদয় আকাশের মত বিশাল।

পদ্য-১৩

সমাদর আর অপমান ভয় ডেকে আনে।
আর আত্ম-অহংকার নিজেকে ভোগায়।
কীভাবে সমাদর আর অপমান ভয় ডেকে আনে?
সমাদর বয়ে আনে অপমান।
সমাদৃত এটা হারাবার ভয়ে ভীত।
অপমানিত আরো অপমানের আশঙ্কায় ভীত।
তাই বলা যায় সমাদর আর অপমান ভয় ডেকে আনে।
কীভাবে আত্ম-অহংকার নিজেকে ভোগায়?
আমি বিষণ্ণ তখন যখন শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবি।
কিন্তু যখন আমি সমস্ত সৃষ্টির,
তখন বিষণ্ণতা কীভাবে আসবে?
তাই যে নিজের মত সকলকে শ্রদ্ধা করে,
তাকে জগতের মতই বিশ্বাস করা যায়।
আর যারা নিজের মত সবার খেয়াল রাখে,
তাদেরকে জগতের মতই ভালবাসা যায়।

পদ্য-১৪

চোখ দেখায় কিন্তু দেখে না।
কান শোনায় কিন্তু শুনে না।
হাত স্পর্শ করে কিন্তু ছোঁয় না।

এই অনুভূতির উৎসগুলো অদৃশ্য, অশ্রবণীয়, আর অধরা।
কার জন্য সমস্ত আকাশ আলোয় ভরে যায়?
কে চলে গেলে আবার সব আঁধারে হারায়?
আসলে এখানে আলো আর আঁধার বলে কিছু নেই
শুধু আলো-ছায়ার খেলা!
শূন্যতা থেকে আসে পূর্ণতায়, আবার হারিয়ে যায়
আকৃতিহীন আকার।
এমন ছবি মন বুঝতে পারে না বা পারবেনা।
এর মুখোমুখি হও।
এজন্য কোথায় দাঁড়াবে?
অনুসরণ করার চেষ্টা কর।
এজন্য কোথায় যেতে হবে?
যখন জানবে কোথা হতে শুরু, তখনই খুঁজে পারে সব প্রশ্নের উত্তর
সময়কে জানো, তাহলেই জানতে পারবে মহান পথের নিগূঢ় রহস্য।

পদ্য-১৫

প্রাচীন ঋষিগণ ছিলেন সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারি।
তাদের প্রজ্ঞা ছিল অসীম।
এগুলি বর্ণনা করার কোন উপায় নেই।
আমরা শুধু তাদের ছোট্ট অংশ বলতে পারি।
তারা ছিল খুবই সাবধান।
যেমন থাকতে হয় অগ্নিশিখার উপর দিয়ে বরফের সেতু পারের সময়।
তারা ছিল, শত্রুশিবিরে প্রবেশকারী যোদ্ধার মত সতর্ক।
অতিথির মত বিনয়ী,
হৃদয়ে ছিল বরফ গলা প্রশান্তি,
সকল পরিবেশেই উপযোগী।
উপত্যকার মত ধারণক্ষম।
স্বচ্ছ জলের মত পরিষ্কার।

যতক্ষণ এক গ্লাস নোংরা জল থেকে ময়লা আলাদা না হয়,
পারবে কি অপেক্ষা করতে?
পারবে কি চুপচাপ সব দেখে যেতে,
যতক্ষণ না সব নিজে থেকেই ঠিক হয়?

জ্ঞানী কখনো পূর্ণতা খোঁজে না।
যেমন সে খোঁজে না, তেমনি ব্যাকুলও নয়
তার কাছে সবই সমান।

পদ্য-১৬

মন থেকে সকল দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলো।
হৃদয়কে শান্তিতে থাকতে দাও।
চেয়ে দেখো অশান্তি কীভাবে শুরু হয়,
আবার সব ফিরে যায় শূন্যতায়।

মহাবিশ্বের প্রত্যেক সৃষ্টি
ফিরে তার আপন ডেরায়।
যেখান থেকে এসেছিল, সেই ঠিকানায়।

তুমি যদি তোমার উৎস কী তাই না জানো
দুঃখ আর হতাশা বয়ে বেড়াতে হবে।
যখন জানবে কোথা হতে এসেছ,
তখন সকল রহস্য উন্মুক্ত হবে।
হৃদয় হবে প্রশান্তিময়।

মহান পথের মাঝে নিজেকে চালনা কর,
খুঁজে পাবে জীবনের সকল পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায়।
আর যখন মৃত্যু এসে দুয়ারে দাঁড়াবে, তুমি থাকবে প্রস্তুত।

পদ্য-১৭

যখন জ্ঞানী সবাইকে পরিচালনা করে,
মানুষ কদাচিৎ তার উপস্থিতি বুঝতে পারে।
তিনি যোগ্য নেতা যাকে সবাই ভালবাসে।
এরপর তার স্থান যাকে সবাই ভয় পায়।
আর সবচেয়ে বাজে হল যাকে কেউ মানেনা।

যদি মানুষদের বিশ্বাস না কর,
তারাও তোমায় অবিশ্বাস করবে।

জ্ঞানী কথার ফুলঝুরি ছোটায় না, কাজ করে।
যখন কাজ শেষ হয়,
মানুষ বলে, "কী দারুণ ভাবেই না কাজটি করলাম!"

পদ্য-১৮

যখন মহান পথ বিস্মৃতির অতলে তলায়,
জেগে উঠে শ্রদ্ধা ও ভক্তি।
যখন দেহ তার শক্তি হারায়,
বেড়ে যায় চতুরতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি।
যখন স্বামী-স্ত্রীতে লেগে থাকে অশান্তি, খুনসুটি,
তখন ভালবাসা বেড়ে যায় সন্তানের প্রতি।
যখন দেশের বুকে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা,
তখন জন্ম নেয় দেশপ্রেম, শুরু হয় নব উদ্যোগে পথচলা।

পদ্য-১৯

জ্ঞান ও পবিত্রতা ছুড়ে ফেলো,
মানুষ একশ গুণ সুখী থাকবে।
ন্যায়-নৈতিকতা ছুড়ে ফেলো,
মানুষ সঠিক কাজই করবে।
কল-কারখানা আর লাভ কে হটাও,
চুরির ভয় থাকবেই না।

যদি এই তিনটি কাজ করতে না পার,
তবে নিজের মাঝে থাক।
আর যার যা কাজ তাকে তাই করতে দাও।

পদ্য-২০

দুশ্চিন্তা বন্ধ করো আর সমস্যা সমাধানে লেগে যাও
"হ্যাঁ" আর "না" এর মাঝে পার্থক্য কতটুকু?
"সফলতা" আর "ব্যর্থতার" মাঝেই বা তফাত কী?
সবাই যা ভাল ভাবে অবশ্যই তার মূল্যায়ন করতে হবে।
আর সবাই যা এড়িয়ে যায় তা থেকে দূরে থাকতে হবে?
কথাটা হাস্যকর!

অন্যেরা যখন হতাশা নিয়ে দলে দলে মৃত্যুর দিকে যায়,
আমি একাই ভাবনা মুক্ত।
সদ্য জন্মানো শিশুর মত, নির্বিকার।

যখন তাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছুই থাকে,
একজন সর্বহারা মানুষের মত, আমার কিছুই নেই।
একজন মূর্খের মত, মন জুড়ে অপার শূন্যতা।

অন্যেরা হাঁটে আলোর পথে,
আমি একাই চলি আঁধারের রথে।
তারা বুদ্ধিতে পাকা,
আমি জানি আমার ভেতরটা ফাঁকা।
অন্যদের জীবন উদ্দেশ্যের পথে যায়,
আমার জীবন যেন মহাসাগরের শান্ত স্রোত,
বাতাসের মত উদ্দেশ্যহীন পথে দিক হারায়।
আমি সর্ব সাধারণ থেকে আলাদা, ব্যতিক্রম,
মহান শক্তির আশীর্বাদে পূর্ণ হৃদয়।
এগিয়ে যায়, সকল বাঁধাকে করে অতিক্রম।

পদ্য-২১

নিখুঁত কাজের মানসিকতা,
অশেষ পূণ্য,
আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা
যারা সঠিক ভাবে এই পথ অনুসরণ করে
তাদের জন্য।
যদিও এর নিজের কোন গড়ন নেই
কিন্তু গড়তে পারে।
এর নিজের কোন আকার নেই।
কিন্তু আকারে আনতে জানে।
যদিও আঁধার আর শূন্যতায় ভরা,
এর প্রাণশক্তি সকল সৃষ্টিকে চালনা করে।
প্রশ্ন করতে পারো, "এটা কি সত্যি?"
আমি বলবো, "সকল সৃষ্টির দিকে তাকাও"
সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে এখন পর্যন্ত এর অস্তিত্ব।
মহাবিশ্বের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দেবার পথই এটা।
সত্য না মিথ্যা কীভাবে বুঝতে পারি?
আমি নিজের মনের দিকে তাকাই, আর দেখি।

পদ্য-২২

"মনকে সঁপে দিলে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়"
বাঁকাই হতে পারে সোজা।
শূন্যতাই হতে পারে পূর্ণ।
পুরাতন ই হতে পারে নতুন।
অল্প কিছুই হতে পারে বেশি।

জ্ঞানী মহান পথের মাঝেই বাস করে,
ভাবে সকলের ভালো,
কেউ দেখে না তাকে,
দেখে তারই আলো।
তার নিজেকে নতুন করে প্রমাণের কিছু নেই
মানুষ তার কথা বিশ্বাস করে
কারণ তারা তাকে না জানলেও তার অস্তিত্বকে জানে
নিজের মাঝেই তাকে অনুভব করে।
জ্ঞানী মনকে ঘাঁটায় না, তার সাথে মিশে থাকে
সে সব কিছুতেই সফল।

প্রাচীন জ্ঞানী বলেছিলেন, "মনকে সঁপে দিলে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়",
এটা শুধু কথার কথা নয়।
"মনকে সঁপে দিলেই পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়"
আর পরিপূর্ণতা তৃপ্ত করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

পদ্য-২৩

পরিমিত কথা বল।
নিজের মতই বাঁচতে শিখো।
সমস্ত সকাল জুড়েই স্নিগ্ধ বাতাস বয় না।
আবার সারাটা দিন আঁধারে হারায় না।
সব সময়ই বৃষ্টি ঝরে না।
সারাটা দুপুর সূর্যও মাঝ আকাশে থাকে না।

যদি মহান পথের মাঝে নিজেকে সঁপে দাও,
তবে তুমিও সে পথের একজন হবে।
তখন বুঝতে পুরোপুরি বুঝবে এর রহস্য।
যদি মনের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখো।
তবেই নিজেকে বুঝতে পারবে।
আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে পুরোপুরি।
যদি সর্বনাশের কাছে নিজেকে সঁপে দাও,
তোমার সর্বনাশই হবে।
মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না।

মহান পথকে হৃদয়ে দিয়ে অনুভব করো।
মন কি বলে তা শোন।
সকল কিছু সঠিক ভাবেই চলবে।

পদ্য-২৪

আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে বেশিক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকা যায় না নিশ্চয়।
এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।
যে নিজেকে নিয়ে মেতে থাকে
সে নিজের মাঝেই আটকে যায়
যে নিজের কথাই বলতে থাকে
সে নিজেকেই জানে না সে কে।
যে অন্যদের ক্ষমতা দিয়ে বেড়ায়,
কিছুই করতে পারে না আপন ক্ষমতায়।
যে নিজের কাজকেই বড় ভাবে,
সে কিছুই পায় না কাজের মাঝে।

তুমি যদি মহান পথে চলতে চাও
তবে প্রস্তুতি নাও, আর এগিয়ে যাও।

পদ্য-২৫

মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে সেখানে নিখুঁত কিছু ছিল।

নিস্তরু । শূন্যতা।

অনন্য। অপরিবর্তনীয়।

অসীম সময় জুড়ে, সেখানে সময়ও ছিলনা।

মহান পথ মহাজগতের জন্মদাত্রী মা।

কী নামে একে ডাকবো?

কোন নামই এর জন্য নিখুঁত নয়,

তাই একে "পথ" নামে ডাকলাম।

সকল কিছুর ভেতর-বাহিরে এর প্রবাহ।

সকল কিছুর আদি এবং অন্ত।

জন্ম, জীবন আর মৃত্যুর এক আবহ।

পথ মহান।

মহাবিশ্ব মহান।

পৃথিবী মহান।

মানুষ মহান।

এই চারটিকে বলা হয় পবিত্র শক্তি।

মানুষ অনুসরণ করে পৃথিবীকে,

পৃথিবী অনুসরণ করে মহাবিশ্বকে,

মহাবিশ্ব অনুসরণ করে মহান পথ কে,

আর এই পথ অনুসরণ করে শুধু নিজেকে ।

পদ্য-২৬

ভেতর বাহিরের ভিত্তি।
স্থিরতা গতির উৎস।
ঋষি সমস্তদিন ভ্রমণ করেন,
নিজ গৃহে বসেই।
যদিও তার সমস্ত দেখাই চিত্তাকর্ষক,
তবু শান্ত মন নিয়ে সে সবই দেখতে পায়, যা সে চায়।
প্রতাপশালী সম্রাট কেন বোকার মত আচরণ করে?
যে সম্পদের নেশাতে বিভোর,
সে নিজের সত্তাকেই ধ্বংস করে।
সত্তা ছাড়া তার মন হয়ে উঠে চঞ্চল।
আর চঞ্চলতা মনকে করে দুর্বল।
মন হয়ে যায় চিরতরে অক্ষম।

পদ্য-২৭

প্রকৃত ভ্রমণপিপাসুর ভ্রমণে নেই পরিকল্পনা,
থাকেনা ফিরে আসার তাড়া,
প্রকৃত শিল্পী গুরুত্ব দেয় তার জ্ঞানকে
যা পূরণ করে তার হৃদয়ের চাওয়া।
প্রকৃত বিজ্ঞান সাধকের হৃদয় হয় উন্মুক্ত
সে গ্রহণ করে সকল মতবাদ, যা স্বীকৃত পরীক্ষায় প্রাপ্ত।

জ্ঞানীর মনও এই পথে চলে।
কাউকে ঘৃণা না করে তাই ভালবাসা ঢালে।
সকল পরিস্থিতিতে সে করতে পারে ব্যবহার,
ক্ষুদ্র সময়ও না করে পরিহার।
একেই বলে আলোয় আলোকিত করা।

"ভাল মানুষ কিন্তু খারাপের চেয়ে খারাপ", মানে কী?
"খারাপ মানুষ কিন্তু ভালোর চেয়ে ভালো", মানে কী?
যদি না বুঝে থাক তো তোমার ব্যর্থতা, আরো ভাবো
একে বলা হয় "মহান বিস্ময়", "সকল সত্যের হৃদয়"।

পদ্য-২৮

কঠোরতার সাথে কোমলতা মেশাও।
উজ্জ্বলতার সাথে রাখ নিস্প্রভতা।
মহানুভবতার সাথে রাখ নীচতা।
তবেই তোমার সাথে থাকবে সমস্ত দুনিয়া।
যখন জগৎ তোমার সাথে থাকবে
মহান পথে কখনই পথ হারাবে না,
তুমি থাকবে সদ্য জন্মানো শিশুর মত।

সাদাকে জানতে হলে
ধারণা রাখতে হবে কালোয়:
জগতের ধাঁচই এটা।
যদি জগতের এই ধাঁচ বুঝতে পারো,
তোমার মনের পথ আরো প্রশস্ত হবে
তোমার অসাধ্য কিছুই থাকবে না।

নিজেকে জানতে হলে
অন্যদেরও জানতে হবে,
মেনে নিতে হবে জগতকে, সে যেমন আছে।
যদি তাই পারো,
এই মহান পথ তোমার ভেতরকে আলোকিত করবে
তুমি খুঁজে পাবে তোমার আদি সত্তা।

জগৎ তৈরি হয়েছে শূন্যতা দিয়ে,
কাঠের টুকরা দিয়ে যেমন তৈরি হয় ব্যবহার্য জিনিস।
জ্ঞানী মন সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখেন।
তাই তিনি ব্যবহার করতে পারেন সমস্ত উপকরণ।

পদ্য-২৯

তুমি কি সবাইকে শ্রেষ্ঠ করতে চাও?
মনে হয় না এটা সম্ভব।

এ জগৎ পবিত্র।
একে আর পবিত্র করা যাবে না।
যদি জোর করে কার্য সিদ্ধি করতে চাও, তবে বিফল হবে।
যদি সকলকে হাতের পুতুল ভাবো, তবে সব হারাবে।

সময় এখন এগিয়ে যাবার,
সময় এখন পিছিয়ে পড়ার,
সময় এখন চঞ্চলতার,
সময় এখন জিরিয়ে নেবার,
সময় এখন শক্তিমত্তার,
সময় এখন দূরে সরবার,
সময় এখন নিরাপদে থাকার,
সময় এখন বিপদে পড়ার।

জ্ঞানী সবই দেখেন তাদের মত করে,
কিন্তু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন না।
সে তাদের নিজেদের পথে যেতে দেন।
এজন্যই তিনি সবার মাঝেই বিরাজ করেন।

পদ্য-৩০

যারা এই মহান পথ অনুসরণ করে,
তারা কখনো বল প্রয়োগে বিশ্বাসী নয়।
এভাবে তারা মানুষদের অনুসারী হতে বাধ্য করে না।
এমনকি শত্রুদের প্রতিও বল প্রয়োগ করে না।
প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।
শত্রুর প্রতি বর্বরতা, যদি ভালোর জন্যও করা হয়,
অবশ্যই তা আবার নিজের কাছেই ফিরে আসবে।

জ্ঞানী তার কাজ সম্পন্ন করে তবে থামেন।
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তার পরীক্ষার ধারণা রয়েছে,
তিনি জানেন একে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।
আর এ ধরনের প্রচেষ্টা এ মহান পথের উল্টো পথে।
সে নিজেকে বিশ্বাস করে,
অন্যদের বিশ্বাস করাতে যায় না,
কারণ সে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট।
এজন্য তার অন্যদের অনুমোদন লাগেনা,
কারণ সে নিজেকে ফেলনা ভাবে না।
তাই সমস্ত দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে।

পদ্য-৩১

অস্ত্র ধ্বংসের যন্ত্র।
সকল সভ্য মানুষের কাছে এ যেন ঘৃণিত মন্ত্র।

অস্ত্র ভয় ছড়ায়।
সুশাসক এটা এড়িয়ে চলে যদিনা প্রয়োগ না করলেই নয়।
তখন নিতান্তই অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হয়,
তবে অবলম্বন করে ভীষণ সতর্কতা,
শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে থাকে সর্বোচ্চ নজর।
যদি অশান্তি লেগেই থাকে, তা কি মেনে নেওয়া যায়?
শত্রুরা শয়তান নয়, মানুষ তারা,
তার মতই একই রক্ত-মাংসে গড়া।
সে ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনিষ্ট কামনা করে না,
এমনকি বিজয়ের গৌরবও তার কাছে কিছু নয়,
হত্যা় আবার কিসের গৌরব?

সে বিষণ্ণ হৃদয় নিয়ে যুদ্ধে যায়
যেন এসেছে প্রিয়জনের শেষকৃত্যে।

পদ্য-৩২

মহান পথের সীমানা বুঝে ফেলা যায় না।
অতি ক্ষুদ্র,
তবু ধারণ করে অসংখ্য ছায়াপথ।

যদি ক্ষমতাবান ব্যক্তি-
এই মহান পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে,
তার নেতৃত্বে থাকবে সাম্য,
পৃথিবী হবে স্বর্গীয়।
সকল মানুষ খুঁজে পাবে প্রশান্তি,
আর সকল আইন ধারণ করবে তাদের হৃদয়।

যখন তোমার অস্তিত্ব রয়েছে,
তুমি জান এটা চিরস্থায়ী নয়।
যখন তোমার যাত্রা শুরু হয়েছে,
তুমি জান একসময় থামতে হবে।
তবে যদি জানতে পারো কখন থামবে,
এড়াতে পারবে আসন্ন ভয়।

সকল কিছুই গন্তব্য এই পথ,
যেমন নদী মিশে যায় সমুদ্রে।

পদ্য-৩৩

যে অন্যদের বুঝতে পারে সে বুদ্ধিমান;
যে নিজেকে বুঝতে পারে সে প্রজ্ঞাবান।
যে অন্যের বিরুদ্ধে জয়ী হয় সে শক্তিমান;
আর যে নিজের বিরুদ্ধে জিতে সে প্রকৃত ক্ষমতাবান।

যদি বুঝতে পারো তোমার সবই আছে
তবেই তুমি প্রকৃত সমৃদ্ধ।
যে নিজের মত বাঁচে, হয়তো সে পায় দীর্ঘ-জীবন;
আর যে এই মহান পথের পথিক, সে লাভ করে অনন্ত মহাজীবন।

পদ্য-৩৪

মহান পথের প্রবাহ সর্বত্র
সবকিছুকে এনে দেয় পূর্ণতা
সকল কিছুর অস্তিত্বের মূলে এই পথ,
অনন্ত, অসীম।

এটা বিশেষ কিছুকে প্রাধান্য দেয় না, এর কাছে সবই সমান
সবার অলক্ষ্যে পূরণ করে যায় চাহিদা
সকলকে পালন করে এবং রক্ষা করে কিন্তু প্রভুত্ব করে না
তাই একে বলা হয় "সর্বশ্রেষ্ঠ"
জ্ঞানীও এমন-
সে কখনো তার মহত্ত্বের প্রচার করে না
এমনকী এটা নিয়ে ভাবেও না
এর চেয়ে মহান আর কী হতে পারে?

পদ্য-৩৫

যে এই মহান পথে প্রবেশ করে,
তার মন যে কোন স্থানে যেতে পারে।
সে বুঝতে পারে মহাবিশ্বের স্পন্দন,
অনেক যন্ত্রণার মাঝেও সে থাকে সুস্থির,
কারণ তার হৃদয় অনুভব করে এর প্রশান্তি।

সুরের মোহনা বা খাবারের সুঘ্রাণ মানুষকে থামায়
সকল কাজ ফেলে মেতে উঠে উপভোগে।
কিন্তু এ পথ একঘেয়ে, ঘ্রাণ-হীন।
যখন দেখার চেষ্টা করবে, দেখবে শূন্যতা।
যখন শোনার চেষ্টা করবে, পাবে নিস্তব্ধতা।
যখন ব্যবহার করবে, বুঝবে এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই।

পদ্য-৩৬

যদি সঙ্কুচিত করতে চাও,
আগে প্রসারিত হতে দাও।
যদি দূরে সরাতে চাও,
আগে কাছে আসতে দাও।
যদি কিছু পেতে চাও,
প্রথমে কিছু দিয়ে দাও।
একে বলা হয় তাল মিলিয়ে চলা,
সব এক নিয়মে প্রবাহিত।

কোমলতা কঠোরতা কে জয় করতে পারে
ধীরস্থিরতা জয় করে অস্থিরতা।
তুমি কীভাবে কাজ করছ তা বলে বেড়ানোর কী দরকার?
মানুষ শুধু ফল দেখতে চায়, তাই দেখাও।

পদ্য-৩৭

মহান পথ কখনো কিছু করে না,
কিন্তু এ পথ সকল কিছুর ভিত্তি।

যদি ক্ষমতাবান শাসক এ পথে নিজেদের পরিচালিত করে,
সমস্ত দুনিয়া জেগে উঠবে নতুন রূপে।
সাধারণ মানুষ প্রত্যহ জীবনে খুঁজে পাবে প্রশান্তি,
ছন্দময় জীবনে থাকবেনা অশুভ আকাজক্ষা।

যেখানে অশুভ আকাজক্ষা নেই
সেখানে বিরাজ করে প্রশান্তি।

পদ্য-৩৮

জ্ঞানী কখনো ক্ষমতার পেছনে ছুটে না;
এজন্যই সে প্রকৃত ক্ষমতাবান।
সাধারণ মানুষ ক্ষমতার জন্য ব্যাকুল
এজন্যই তারা তা পায় না।

জ্ঞানী কিছুই করে না,
আবার কিছু অসম্পূর্ণও রাখে না।
সাধারণ মানুষ সব সময়ই কিছু না কিছু করে,
আর অধিকাংশ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে যায়।

এক ধরনের মানুষ আছে যারা দয়ালু, তারা কিছু কাজ করে,
আর কিছু অসম্পূর্ণ রেখে যায়।
এক ধরনের মানুষদের বলা যায় শুধুই মানুষ, এরা সামান্য কাজই করে
বাকি সব রেখে যায় অসম্পূর্ণ।
আর এক দল মানুষ, নৈতিকমানুষ, তারা কিছু কাজ করে
যখন কেউ এতে সাড়া দেয় না
তখন তারা গা ঝাড়া দিয়ে মাঠে নামে।

যখন মহান পথ হারিয়ে যায়, সৃষ্টি হয় ধর্ম
যখন ধর্ম বিলীন হয়, সৃষ্টি হয় নৈতিকতা
যখন নৈতিকতা শেষ হয়ে যায়, মানুষ মেতে উঠে ধর্মীয় উৎসবে
ধর্মীয় উৎসব হল প্রকৃত বিশ্বাসের আবর্জনা,
এ থেকেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা।

জ্ঞানী নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে।
বাহ্যিক নয়, আত্মিক,
কথার নয়, কাজের।
তার নিজের জন্য কোন ইচ্ছা নেই

সে বাস্তবতায় বাস করে,
সকল বিভ্রান্তি থেকে দূরে।

পদ্য-৩৯

মহান পথের তালে তাল মিলিয়ে
আকাশটা নীল আর কত বড়!
পৃথিবীটা কত সুন্দর আর বৈচিত্র্যময়।
সকল বাসিন্দাদের সুস্থির সম্মিলন।
সকলের নিজস্বতা ঠিক রেখে
সব সময় নিজেদের প্রকাশ করে চলে,
এক চলমান প্রক্রিয়া।

যখন মানুষ এ পথকে নিজেদের মত করে সাজাতে যায়
তখনই নেমে আসে দুর্যোগ,
উন্মাদ হয়ে যায় প্রকৃতি, বদলে যায় আকাশ
পৃথিবীটা হয় অশান্ত, নষ্ট হয় ভারসাম্য
বিলুপ্ত হয় বাসিন্দারা।

জ্ঞানী প্রত্যেকটা বিষয় দুঃখ ভরা চোখে দেখে
কারণ সে জানে কেন এমন হচ্ছে।
তার নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা হল সকলকে নিজের চেয়ে বেশি সম্মান করা
সে মহামূল্যবান পাথরের মত জ্বলজ্বলে আলো ছড়ায় না,
কিন্তু সে মহান পথ কে নিজের পথ হিসেবে দেখে,
আর পরিশ্রম করে যায় সাধারণ থেকে যেতে।

পদ্য-৪০

মহান পথের প্রবাহ হল শুরুতে ফিরে আসা।
এ পথের গন্তব্য এগিয়ে যাওয়া।
পৃথিবী, আকাশ আর এর মাঝে সমস্ত কিছু বাস্তব জগত থেকে সৃষ্টি।
আর বাস্তব জগতের সৃষ্টি হয়েছে এ পথের অবাস্তবতা থেকে।

পদ্য-৪১

যখন উচ্চ মনের মানুষ এ পথের কথা শুনে,
সে এই পথে যেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।
যখন মধ্যম মনের মানুষ এর কথা শুনে,
কিছুটা বিশ্বাস আর কিছুটা অবিশ্বাস জাগে তার মনে।
যখন নিম্ন মনের মানুষ এর কথা শুনে,
সে অটুহাসিতে উপহাস করে,
যদি সে উপহাস না করে, তবে বুঝতে হবে সে এর কথা শুনে নি!

একজন জ্ঞানী বলেছিলেন,
সঠিক পথ কে ঝাপসা মনে হয়।
সোজা পথ কে মনে হয় বাঁকা।
নিশ্চিত পথ কে মনে হয় অনিশ্চয়তা দিয়ে ঘেরা।
সর্বোচ্চ ক্ষমতা কে মনে হয় দুর্বলতা।
আসল খাঁটি কে মনে হয় খাদ মেশানো।
অধিক প্রাচুর্যতা কে মনে হয় শূন্যতা।
চিরস্থির কে মনে হয় কম্পমান।
প্রকৃত সত্য কে মনে হয় মিথ্যা।
আকাশের কোন সীমানা থাকে না।
প্রকৃত ভালবাসা কখনো বদলায় না।

যখন কেউ শেখা শুরু করে, সে কিছুই জানে না,
কিন্তু যখন সে চেষ্টার পর চেষ্টা করে আয়ত্ত করে, মানুষ ভাবে- কত্ত মেধাবী!
শূন্য পাত্র শব্দ করে না, কিন্তু যদি আঘাত করা হয়, ঝঙ্কার দিয়ে উঠে।
এ মহান পথ আঁধারে থেকে জগৎ কে সাজায় আলোয় আলোয়।

পদ্য-৪২

মহান পথ জীবন স্থাপন করল একটি
সেই একটি জন্ম দিল দুইটি
দুইটি থেকে হল তিনটি
আর এই তিনটি থেকেই এলো সমস্ত প্রাণ।

দুইটি বিপরীত সত্তা নিয়ে সমস্ত জগৎ, সমস্ত কিছু।
যখন দুইটি সত্তা মিলিত হয়, সৃষ্টি হয় বিশুদ্ধ স্পন্দন।

সাধারণ মানুষ নিঃসঙ্গতাকে ঘৃণা করে।
কিন্তু জ্ঞানী এটা ব্যবহার করে,
একাকিত্বকে ভালবেসে সে অনুভব করে
সমস্ত জগৎ থাকে তার হৃদয় জুড়ে।

পদ্য-৪৩

জগতের সবচেয়ে কোমলতা
জয় করে নির্মম কঠোরতা।
জগতের শূন্যতা
পূর্ণ করে সব অপূর্ণতা।
এ থেকে ধারণা পাই,
ধীর-স্থিরতা অস্থিরতার চেয়ে ভাল।
আর বেশি কথার চেয়ে নীরবতা শ্রেয়।
কথা না বলেই শেখানো,
আর কিছু না করেই সব করা।
এটাই জ্ঞানীর পন্থা।

পদ্য-৪৪

খ্যাতি আর সততা: কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়?
টাকা আর সুখ: কোনটা বেশি দরকারী?
সফলতা আর ব্যর্থতা: কোনটা বেশি ধ্বংসাত্মক?

কার্যোদ্ধারের জন্য যদি অন্যদের উপর নির্ভর করতে হয়
যা চেয়েছ তা কখনই পাবে না।
তোমার সুখ যদি টাকার উপর নির্ভরশীল হয়
কোন দিনও প্রকৃত সুখী হতে পারবে না।

তোমার যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট হও;
সেগুলো সাজিয়ে জীবন সাজাও।
যখন বুঝতে পারবে তোমার সবই আছে,
সমস্ত দুনিয়া তোমার পাশে থাকবে।

পদ্য-৪৫

প্রকৃত নিখুঁততা কে মনে হয় অস্পষ্ট ছায়া।
তবে এতে তার নিখুঁততায় প্রভাব পড়ে না।
প্রকৃত পরিপূর্ণতা কে মনে হয় অপূর্ণতা,
যদিও তা বাস্তবিকই পরিপূর্ণ।

প্রকৃত সরলতা কে মনে হয় কুটিলতা।
প্রকৃত জ্ঞানী কে মনে হয় নির্বোধ।
প্রকৃত শিল্পকে মনে হয় ফালতু কাজ।

চলার মাঝে থাক, ঠাণ্ডা তোমায় স্পর্শ করবে না।
নীরব থাক, অনুভব করতে পারবে মনের উত্তাপ।
বসন্তের বৃষ্টির মত মনকে কর প্রশান্ত।

যা ঘটে জ্ঞানী তা মেনে নেয়।
যে যেমন সে তাকে তেমনই গ্রহণ করে।

পদ্য-৪৬

যখন কোন দেশ মহান পথে চলে,
দেশে নেমে আসে উন্নয়নের জোয়ার।
যদি সবাই এ পথ থেকে দূরে থাকে
তবে নেমে আসে বৈরিতা,
অশান্তির স্ফুলিঙ্গ জ্বলে।

ভয়ের চেয়ে বড় ভ্রম আর কিছু নেই,
নিজেকে প্রতিরোধ করার চেয়ে ভুল আর কিছু নেই,
শত্রুর পাশে বসবাসের চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হয় না।

যে সকল ভয়ের উৎস দেখতে পারে,
সে সব সময় নিরাপদে বাস করে।

পদ্য-৪৭

ঘরের দুয়ার না খুলেই, খুলে ফেলা যায় মনের দুয়ার
সেখানে দেখা যায় সমস্ত জগৎ, জীবন বাহার।
এ মহান পথ পথে চলতে ঘরের নয়,
মনের দরজা খুলতে হয়।

যত বেশি জানবে,
তত রহস্যময় মনে হবে সব কিছু।

জ্ঞানী সে পথে পৌঁছায় স্বস্থানে থেকেই।
সেই মহান পথ দেখে, চোখ না খুলেই।
কাজ সম্পন্ন করে, কোন কিছু না করেই।

পদ্য-৪৮

জ্ঞানের সাধনায় প্রতিদিনই নতুন কিছু যোগ হয়।
এই পথে জীবন চর্চায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু বাদ যায়।
বাদ যেতে যেতে এমন অবস্থা হয় যখন আর কিছু থাকে না।
যখন কিছুই নেই,
তখন অসম্পূর্ণতাও নেই।

যখন কেউ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে
তার গৌরব অমলিন, তার কাছেই ফিরে আসে বারে বারে।
যখন কেউ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে,
সেকাজে গর্বের কিছু থাকে না, হারিয়ে যায় চিরতরে।

পদ্য-৪৯

জ্ঞানীর নিজের কোন মন নেই,
সকলের মনেই তিনি বাস করেন।

ভাল মানুষদের তিনি কাছে টানেন।
খারাপ মানুষদেরও তিনি আপন ভাবেন।
এটাই প্রকৃত মহানুভবতা।

যারা বিশ্বাসী তাদের তিনি বিশ্বাস করেন।
যারা বিশ্বাসঘাতক, তাদেরও তিনি বিশ্বাস করেন।
এটাই প্রকৃত "বিশ্বাস"।

জ্ঞানীর মন শূন্যতার মত।
মানুষ সেটা বুঝতে পারে না।
তারা তাকে দেখে আর বিস্মিত হয়।
তিনি তাদের নিজের সম্ভানের মতই ভালবাসেন।

পদ্য-৫০

জ্ঞানী সব সময় নিজেকে সময়ের উর্ধ্বে রাখে
সে জানে একদিন তার সময় ফুরাবে,
কোন ভাবেই থামানো যাবে না এ পরিণতি।
তার মনে কোন দ্বিধা নেই।
তার দেহের জন্য ভাবনা নেই।
সে এসব নিয়ে ভাবে না।
সকল কিছু ক্ষুদ্রতা থেকে বের হয়ে জগতের সাথে মিশে যাবে।
জীবন থেকে সে কিছু পাওয়ার আশা করে না।
এজন্য সে সব সময়ই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত,
যেমন দিন শেষে ক্লান্ত চোখে ঘুম নেমে আসে।

পদ্য-৫১

মহাজগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টি মহান পথ কে প্রকাশ করে।

এ পথ অস্তিত্বের নির্মাতা।

এ পথ সূচনা করে গন্তব্য, প্রকৃতি তৈরি করে দেহ।

এজন্যই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সবাই এ পথ কে সম্মান করে।

এ মহান পথ প্রত্যেক সৃষ্টির জন্মদাতা,

এটা তাদের খাবার যোগায়, পালন করে,

আগলে রাখে, রক্ষা করে, আবার নিজের কাছে নিয়ে আসে।

কোন প্রক্রিয়া ছাড়াই সৃষ্টি করে।

কোন প্রত্যাশা ছাড়াই কাজ করে।

আধিপত্য বিস্তার না করেই গন্তব্য দেখায়।

এই মহান পথ কে ভালবাসার এটাই আসল কারণ।

পদ্য-৫২

সবার প্রথমে ছিল এই মহান পথ।
সকল কিছু সেখান থেকে এসেছে;
সকল কিছু আবার সেখানেই ফিরে যাবে।

প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পেতে অনুসরণ করতে হয় এই পথ
যখন তুমি তা খুঁজে পাবে, তেমে যাবে দুঃখ নামের রথ।

যদি নিজের মন কে বাসনা দিয়ে আটকে রাখো
তোমার হৃদয়ে বইবে দুঃখ স্রোত।
যদি নিজের মনকে বাসনামুক্ত রাখতে পারো
ধুয়ে যাবে সকল কালিমা, হৃদয়ে বইবে সুখের স্রোত।

কিছু না দেখার মাঝে দেখা হল বোঝার ক্ষমতা।
কীভাবে সব সৃষ্টি হল তা জানাকে বলে সক্ষমতা।
আপন আলোয় পথ দেখো,
এবং চলে যাও এর উৎসে।
একে বলে অনন্তের চর্চা।

পদ্য-৫৩

জীবনের আসল পথে চলা সহজ,
কিন্তু মানুষ ভালবাসে বিকল্প পথ।
সকল কিছু ভারসাম্য হারানোর আগে সচেতন মনে ভাবো,
মহান পথের মাঝে থাক।

যখন সমাজে ধনী ফাটকাবাজদের দল বেড়ে যায়,
কৃষক তার সম্বল হারায়,
রাষ্ট্র সমস্যা সমাধানে না গিয়ে অস্ত্র কেনায় বেশি আগ্রহ পায়,
বেপরোয়া হয়ে উঠে ধনিক সমাজ,
গরীব মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়,
চারদিকে বেড়ে যায় হানাহানি আর নৈরাজ্য,
তখনই বুঝে নিও, সে সমাজ মহান পথে নেই।

পদ্য-৫৪

যার ভিত্তি মহান পথের মাঝে
তা কখনো নষ্ট হয়না।
এ পথে চলছে যে হৃদয়ে,
তা কখনো ভেঙে যায় না।
তার নাম স্মরিত হয় শব্দার সাথে,
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

এ মহান পথে জীবন গড়ে
তুমি হবে খাঁটি মানুষ,
তোমার পরিবারকে এর মাঝে স্থাপন করো,
তারা হবে প্রকৃত সুখী।
দেশকে এ মহান পথে স্থাপন করো,
তোমার দেশই হবে সকল দেশের সেরা।
মহাবিশ্বকে এ পথে চালিত করো,
তারা গাইবে সুখের গান।

জানতে চাও এ সত্য কীভাবে জেনেছি?
আমি আমায় দেখেছি।

পদ্য-৫৫

যে এই মহান পথে পদচারণা করে
সে পরিণত হয় সদ্য জন্মানো শিশুর মত,
নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।
বিষাক্ত অহংকার তাকে গ্রাস করে না।
বন্য হিংস্রতা তাকে ছুঁতে পারে না।
সবাই তাকে ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখতে চায়।
সে পরিণত হয় জগতের দুইটি বিপরীত সত্তার প্রকৃত মেল-বন্ধন।
সে চাইলে কিছু না করেই জগতের তালে তাল মেলাতে পারে।

জগতের ছন্দ জানলে- সামনে আসে অনন্ত,
অনন্তের মাঝে বিচরণে- আলোকিত হয় সব, জ্ঞানের আলোয়।
"পূর্ণ জীবন", তোমার জন্য উপহার।
পবিত্র হৃদয় - তোমার শক্তির উৎস।
এগুলো মহান পথের ছন্দ।
যখন কোন কিছুকে বল প্রয়োগে বাধ্য করা হয়, তা স্থায়ী নয়,
মহান পথ তাকে সাথে রাখে না।
আর যা এ মহান পথের সাথে থাকে না, তার বিলীন আসন্ন।

পদ্য-৫৬

যারা জানে তারা বেশি কথা বলে না।
যারা বেশি কথা বলে তারা জানে না।

মুখ বন্ধ করো
অনুভূতি ত্যাগ করো।
জ্ঞানকে প্রসারিত করো।
দৃষ্টিকে মনে আবদ্ধ করো।
মনের বাঁধন খুলে দাও।
ধূলিকণার মত এক হয়ে যাও জগতের সাথে।
একে বলে "মনের আলিঙ্গন"।

যে এটা জানে,
সে কখনো জড়ায় না- পবিত্র বাঁধনে অথবা অপবিত্রতায়।
তার কিছু যায় আসে না - ধনসম্পদে অথবা দারিদ্রতায়।
তাকে কখনো ছোঁয় না - মান-মর্যাদা অথবা ঘৃণা।
এসব থেকে সে থাকে বহু দূরে, সাজানো আপন মনের আঙিনা।
তার হৃদয় অবস্থান করে পবিত্রতম স্থানে।

পদ্য-৫৭

দেশ পরিচালনায় প্রয়োজন জ্ঞাত পরিকল্পনা।
যুদ্ধ জয়ে প্রয়োজন অজ্ঞাত চিন্তা-চেতনা।
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জয় করতে আসলে কিছুই প্রয়োজন নেই।
তাকে নিজের মত থাকতে দাও।
কীভাবে এসব বললাম?
জ্ঞানী বলেছেন,
যত বেশি বিধিনিষেধ তত বেশি দারিদ্র্যতা।
যত বেশি অস্ত্র তত বেশি ভয় আর হীনমন্যতা।
যত বেশি চতুরতা তত বেশি বিব্রত হবার আশংকা।
যত বেশি আইন তত বেশি তা ভাঙার তাড়না।

প্রকৃত ভালবাসা দিয়ে হৃদয় সাজাও,
মানুষ তোমাকে দেখে শিখবে।
জীবনকে ভালোবাসো, জীবন উন্নত হবে।
নিঃশর্ত কাজ করে যাও, মানুষের উন্নয়ন হবে।
কিছুই প্রত্যাশা করো না, মানুষই সব পূরণ করবে।

পদ্য-৫৮

যদি কোন দেশ সহনশীলতা দিয়ে পরিচালিত হয়
জনজীবনে বয় স্বস্তির বাতাস, তারা অবলম্বন করে সততা।
আর যদি দেশ পরিচালিত হয় জুলুম আর নিপীড়ন দ্বারা,
জনজীবনে নেমে আসে হতাশা, আর তারা আঁকড়ে ধরে শঠতা।

যখন কোন শাসনব্যবস্থা জোর করে তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়,
আদর্শ উচ্চ হলেও এর ফলাফল হয় নগণ্য।
জনগনকে সুখী করার চেষ্টা করে,
কিন্তু ভিত্তি গড়ে দুঃখের।
জনগনকে নৈতিক করার চেষ্টা করে,
কিন্তু স্থাপিত হয় অনৈতিকতা।

এজন্যই জ্ঞানী ভালবাসে এমন উদাহরণ
যেখানে নিজের ইচ্ছার প্রকাশ থাকে না।
সে সুচারু ভাবে দেখিয়ে দেয়, কিন্তু খোলাসা করে বলে না।
দেখায় সুনির্দিষ্ট পথ, কিন্তু বলে না সে পথেই যেতে হবে।
দেখায় উজ্জ্বলতার প্রভা, কিন্তু তা চোখকে ঝলসায় না।

পদ্য-৫৯

সুচারুভাবে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে
মধ্যপন্থার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই।

মধ্যপন্থী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো,
তার চিন্তা চেতনা উন্মুক্ত,
আকাশের মত উদার,
সূর্যালোকের মত দীপ্তিময়,
পর্বতের মত দৃঢ়,
বাতাসের মত নমনীয়, বিস্তৃত মনের দুয়ার।
তার দৃষ্টির নির্দিষ্ট সীমানা নেই,
সে সকল জ্ঞানই ব্যবহার করতে পারে,
তার পথেই পরিচালিত হয় জীবন, পরিপূর্ণতায়।

তার অসাধ্য কিছু নেই,
কারণ সবই তার পথে,
সে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে,
যেমন মা তার সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল।

পদ্য-৬০

বড় দেশ পরিচালনা অনেকটা ছোট মাছ ভাজার মত,
বেশি নাড়াচাড়া করলে তা নষ্ট হবে।

দেশকে মহান পথে স্থাপন করো
সকল অপশক্তি তাদের ক্ষমতা হারাবে।
এমন নয় যে তারা থাকবে না,
মানুষ খুব সহজেই পরিত্যাগ করতে পারবে।

অপশক্তির বিরুদ্ধে যাবার দরকার নেই,
এটা নিজে থেকেই বিলীন হয়ে যাবে।

পদ্য-৬১

একটি মহান দেশ অনেকটা নদীর স্রোতের মত,
এর জলধারায় মিশে একাকার হয়ে যায় যা আছে যত।
এটা এমন এক স্থান যেখানে সবাই এসে আশ্রয় নিতে পারে।
সমস্ত বিশ্বকে সে সাদরে গ্রহন করে।
নিরহংকার অহংকারের চেয়ে মহান।
স্থিরতা গতির চেয়ে স্থায়ী, চির মহীয়ান।
নিরহংকার দেশ তার প্রতিবেশীদের আপন করে নেয়।
নমনীয়তা কঠোরতাকে জয় করে নেয়।
জ্ঞানী সর্বদা জনতার উন্নয়ন কামনা করে।
জনতা চলতে চায় জ্ঞানীর পথ ধরে।
জ্ঞানী তার দরজা সবার জন্য খুলে রাখে।
সবাই সমান, একই চোখে তাদের দেখে।
জ্ঞানী শ্রদ্ধা করে মানুষদের,
মানুষগণ সম্মান করে জ্ঞানীকে,
এর মাঝেই স্থাপিত হয় মহানুভবতা।

পদ্য-৬২

মহান পথ সকল রহস্যের ধারক, ধারণ করে প্রকৃত সত্য।
জ্ঞানীদের কাছে মহামূল্যবান,
সাধারণের কাছে নিছক অবহেলার বস্তু।

সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ কথা অর্জন করতে পারে সম্মান,
কল্যাণময় ভাল কাজ নিয়ে আসে শ্রদ্ধা,
মহান পথের মাঝে সবই বিদ্যমান,
তবে কেউ এপথ জয় করতে পারে না।

তাই যখন নতুন নেতা নির্বাচন করবে,
তাকে সাহায্য করো না ধন-সম্পদ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে
বরং তাকে সহায়তা করো এ পথের জ্ঞান বিলিয়ে।

প্রাচীন জ্ঞানীরা কেন এ পথকে এতটা বিশ্বাস করতেন?
কারণ তারা এ মহান পথের সাথে ভাল মেলাতেন,
যখন তুমি জানতে চাইবে, তখন তুমি জানতে পারবে;
আর যখন তুমি ভুল করবে, তখন তুমি ক্ষমা পাবে।
এজন্য সবাই এটি ভালবাসে।

পদ্য-৬৩

কিছু না করেই সকল কাজের কর্তা।
কিছু না দিয়েও মহান দাতা।
অনুভূতি নেই তবুও অনুভব করে।
বিশালও হতে পারে আবার পরম ক্ষুদ্রতায় মিশে যেতে পারে।
একের মাঝে অনেক আবার অনেকের মাঝে এক।
তোমার সকল কিছু এ পথের ছন্দে মিলিয়ে নাও।
এতে তোমার ইচ্ছেগুলি পরিণত হবে মূল্যবান সম্পদে,
আর হৃদয়ের যন্ত্রণা রূপান্তরিত হবে আশীর্বাদে।

মহান হবার জন্য জ্ঞানী জ্ঞান বিলায় না;
এজন্যই সে অর্জন করে মহানুভবতা।
যখন তার পথে ধেয়ে আসে দুর্বিপাক,
ছেয়ে যায় জীবন দুর্বিষহ জটিলতায়,
তখন সে থেমে যায় আর এর মাঝে সমর্পণ করে সব।
সে নিজের সুখের কথা ভাবে না,
তাই দুঃখও তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

পদ্য-৬৪

শান্ত মন সহজেই সত্যকে অনুভব করতে পারে
জীবনে যতই জঞ্জাল আসুক,
শান্ত মন তা সহজেই দূরে সরাতে পারে ।
দুর্বল বস্তু সহজেই নুয়ে পড়ে,
বস্তু যত ক্ষুদ্র হয় তার বিক্ষিপ্ততা তত বাড়ে।
সময়ের কাজ সময়ে করে যাও, নতুবা সেগুলি তোমায় এগুতে দেবে না।
নিজের সম্পদ নিজের কাছেই রাখ,
অন্যে সেগুলির মূল্য বুঝবে না।

মনে রেখো,
যে বিশাল বৃক্ষ তার শীতল ছায়ায় তোমার হৃদয় জুড়ায়
তার জন্ম হয়েছে ছোট্ট বীজের থেকে।
বিন্দু বিন্দু জলকণা থেকেই সৃষ্টি হয় বিশাল সমুদ্রের।

তড়িঘড়ি করে কিছু করতে যাওয়া মানে সেই কাজের সর্বনাশ ডেকে আনা,
আর কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে চাওয়ার মানে তা হারানোর সূচনা।
জোড় করে কার্য সাধনের চেষ্টা সেই কাজের সর্বনাশ করে।

এজন্যই জ্ঞানী শুরু করে সবার শেষ হবার পড়,
শান্ত আর সুস্থির থাকে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
তার কিছুই নেই।
তাই কিছু হারাবারও নেই।
তার চাওয়া গুলো কোন চাওয়া নয়।
সে যা শেখায় তা কোন শেখা নয়।
সে সব শুধুমাত্র মানুষদের মনে করিয়ে দেয় তারা কী ছিল।
এ পথ ছাড়া তার কোন অর্জন নেই।
এজন্যই সে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল।

পদ্য-৬৫

সুদূর অতীতে জ্ঞানীগণ মানুষদের কিছু শেখানোর চেষ্টা করত না,
তারা দেখিয়ে দিত তাদের অপূর্ণতা।

যদি মানুষের ধারণা সৃষ্টি হত তাদের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে,
তারা হয়ে যেত আগ্রাসী।
কিন্তু তারা যখন বুঝত কিছুই জানে না,
তখন সন্ধান করত জ্ঞানের।

যদি তুমি নেতৃত্ব শিখতে চাও,
অর্থ এবং ছলনার পথ বর্জন কর।
জীবনের সরল পথ অত্যন্ত স্বচ্ছ,
সাধারণ জীবন যাপন কর,
যখন পথ সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকবে,
তখনই তুমি মানুষদের পথ দেখাতে পারবে।

পদ্য-৬৬

সকল নদী তার জলধারা বিলিয়ে দেয় সাগরকে
কারণ সাগর তার চেয়ে নিচুতে থাকে।
নম্রতা এমনই গুণ যা এনে দিতে পারে অচিস্তনীয় ক্ষমতা।

যদি তুমি মানুষদের তোমার পথে আনতে চাও,
তোমাকে অবশ্যই বিনয়ী এবং নম্র হতে হবে,
"আমি তাদের চেয়ে সেরা", এমনটা মন থেকে দূর করতে হবে।
যদি গণমানুষের নেতা হতে চাও,
তোমাকে এমন ভাবে চলতে হবে যেন তারাই তোমায় পথ দেখাচ্ছে।

জ্ঞানী সবার উপরে থাকে, তবু কেউ অনুভব করে না তারা নিচে।
সে সবার সামনে থাকে, তবু কেউ ভাবতে পারে না তারা পেছনে।
সমস্ত জগতই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।
কারণ সে কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে না,
এজন্য কেউই তার সাথে প্রতিযোগিতায় মাতে না।

পদ্য-৬৭

একদল মনে করে আমার এই শিক্ষণীয় প্রয়াস একদম ফালতু,
অন্যদল ভাবে, "অমৃত বাণী", তবে এ যুগে অচল।
যারা নিজের ভেতর তাকাবে, মনের চোখে দেখবে
তারা খুঁজে পাবে এই 'ফালতু'র মাঝেই 'মহান' কিছু।
আর যারা এগুলি চর্চা করবে, তারা বুঝবে, এগুলি সকল সময়ে সচল।

শেখানোর জন্য মাত্র তিনটি বিষয়ই আমার আছে,
সরলতা, ধৈর্য এবং সমবেদনা।
এই তিনটি বিষয় তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
চিন্তা এবং কর্মে সরলতা বজায় রাখো,
খুঁজে পাবে মনের প্রকৃত উৎস।
বন্ধু এবং শত্রু উভয়ের প্রতি ধৈর্যশীল হও,
বুঝতে পারবে প্রকৃত সত্য।
সমবেদনা রাখ নিজের প্রতি,
সমস্ত জগত তোমার হয়ে যাবে।

পদ্য-৬৮

ভালো খেলোয়াড় দক্ষ প্রতিপক্ষ আশা করে।
চৌকশ সেনাপতি অনায়াসে প্রবেশ করে শত্রুর মনের ঘরে।
ঝানু ব্যবসায়ী বুঝতে পারে খদ্দেরদের চাহিদা।
সেরা নেতা জনতার কাজিফত পথে চলে।
সে নিজেকে তাদের চেয়ে বড় দাবি করে না,
সে সবার চেয়ে ছোট থাকার চেষ্টা করে।
এই গুণই তাকে বসায় অনন্য উচ্চতায়,
যেখানে কেউ তাকে প্রতিপক্ষ ভাবে না।
এ নীতি স্বর্গীয়,
এই সেই পুরানো পথ, যা নিয়ে যায় পরিপূর্ণতায়।

পদ্য-৬৯

সেনাপতিগণ বলে থাকেন:

"আক্রমণ করার চেয়ে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখা শ্রেয়।
ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বাঘ যেমন নিজেকে গুটিয়ে নেয়,
তেমনি আক্রমণের আগে নিজেদের পূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন।"

একে বলা হয়,
না এগিয়েই এগিয়ে যাওয়া,
যুদ্ধ না করেই হটিয়ে দেওয়া।

যদি শত্রুকে দুর্বল ভাব, তোমার মত দুর্ভাগা জগতে বিরল।
শত্রুকে তুচ্ছ ভাবার অর্থ হল, তোমার বদ্ধমূল ধারণা সে খারাপ।
এর মাধ্যমে তুমি তোমার তিনটি গুণ সম্পদ ধ্বংস করলে,
আর নিজেই নিজের শত্রু হলে।

যখন দুইটি বৃহৎ বিপরীত সত্তা একে অপরের বিরুদ্ধে যায়,
তারা কেউই বিজয়ী হয় না,
জয়ী হয় সেই, যার কোন শত্রু নেই।

পদ্য-৭০

আমার দেখানো এই পথের ছবি,
বুঝতে পারা আর সে পথে ভ্রমণ করা বেশ সহজ।
এরপরেও জগতের খুব কম মানুষ তা বুঝতে পারে,
এবং আরো কম লোকই সেখানে ভ্রমণ করে।

এই পথের উৎস অতি প্রাচীন,
আর এপথ অনুসরণ করে সমস্ত জগৎ।

মানুষের যদি এ সম্বন্ধে ধারণা না থাকে, তবে কীভাবে আমায় চিনবে?
যারা আমার এই পথ অনুসরণ করে, তাদের সংখ্যা অনেক কম,
তারা পুরস্কৃত হয়,
হোক আমীর অথবা ফকির, এসব বিবেচ্য নয়।

পদ্য-৭১

কিছু না জানাই সবচেয়ে বড় জ্ঞান,
সবচেয়ে বড় রোগ, না জেনে অনুমান।
প্রথমে তোমায় বুঝতে হবে তোমার অসুস্থতা,
এরপরই খুঁজে পাবে আরোগ্যের পথ।

জ্ঞানী নিজেই নিজের আরোগ্যকারী,
সে জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেকে সারিয়ে তোলে।
এজন্য তার মাঝে সব বিদ্যমান।

পদ্য-৭২

মানুষ যখন চিন্তা-চেতনার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না,
তারা ধর্মের কাছে যায়,
যখন তারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারায়,
তখন ভরসা রাখে আইনের ধারায়।

জ্ঞানী এ পথে যায় না, তাই মানুষও বিভ্রান্ত হয় না।
সে কিছু না শিখিয়েই শেখায়,
তাই তাদের শেখার কিছু থাকে না।

পদ্য-৭৩

তীব্র আবেগ: ভালবাসা, কামনা, ঘৃণা
বয়ে আনে মৃত্যুর বাণী।
শান্ত হৃদয় আর সাহসিকতা, আনে নতুন জীবন
অনেক অনেক দামী।
এই দুইয়ের মাঝে: একটি উপকারী, অপরটি সর্বনাশ।
কোনটি স্বর্গীয় নয়, তাই বা কে জানে?
এ মহান পথ কখনো তর্ক-যুদ্ধে মাতে না, কিন্তু জয় করে সব
এটা কথা বলে না, কিন্তু দ্রুত সাড়া দেয়।
এটা আসমান থেকে নামে নি, প্রকৃতির নির্যাস।
এটা দেখতে ধোঁয়াশা, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের প্রদর্শক।
এটি জালের মত, জড়িয়ে রেখেছে সমস্ত মহাবিশ্ব,
যদিও এর ছিদ্রগুলি বেশ প্রশস্ত, তবুও জড়িয়ে রাখে সব।

পদ্য-৭৪

যদি তুমি বুঝতে পারো, "সবই বদলে যায়"
কোনকিছু আঁকড়ে ধরার ইচ্ছে থাকবে না।
যদি তোমার মৃত্যুভয় নাই থাকে,
জীবনে অর্জন করারও কিছু থাকে না।

ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, ব্যাপারটা নিজেকেই 'প্রকৃতি' ভাবা
যখন তুমি সমস্ত জগতের কাজ একাই করতে যাবে,
ক্লান্তি আর বিভ্রান্তি তোমায় গ্রাস করবে।

পদ্য-৭৫

যখন আয় বৈষম্য বেড়ে যায়,
মানুষ তার মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়।
সরকার যখন মানুষের সকল বিষয়ে নাক গলায়,
মানুষ নিজেদের অসহায় অনুভব করে, আত্মবিশ্বাস হারায়।

মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ কর,
তাদের প্রতি আস্থা রাখ,
তাদের মতই তাদের থাকতে দাও।

পদ্য-৭৬

জীবনের শুরুতে আমরা থাকি কোমল আর প্রাণবন্ত
জীবনের শেষ পথে হয়ে যাই রক্ষ আর অনুভূতিহীন
সব কিছু একই নিয়মে পরিবর্তিত হয়,
সবুজ ঘাস, কত সবুজ আর কোমল, হয়ে যায় শুষ্ক আর ঝুরঝুরে।
তাই বলা যায়, কোমলতা আর নমনীয়তা জীবনের সহচর
রক্ষতা আর অনমনীয়তা মৃত্যুর দোসর।

সৈন্যবাহিনীতে যদি নতুনদের যোগদান না থাকে, তা টেকসই নয়,
ঝড়ের সামনে মাথা না নোয়ালে গাছ, মুখ খুবড়ে পড়ে রয়।
এটাই প্রকৃতির নিয়ম, নিজস্বতা।
কঠোরতা আর অনমনীয়তায় নেমে আসে নির্মম পরাজয়,
কোমলতা আর নম্রতা উজ্জ্বাপন করে বিজয়।

পদ্য-৭৭

জগতের নিয়ম যেমন,
এ মহান পথ ধনুকের বাঁকের মত,
শীর্ষের অবস্থান নিচের দিকে, আর নিচু অংশ উঁচুতে
এটা ধনুক কে যেমন নিখুঁত ভারসাম্য এনে দেয়,
এ জন্য লক্ষ্যেও পৌঁছায় নিখুঁত ভাবে।
এ পথও তেমন, বেশি থেকে নেয় আর কম কে দেয়।

যারা চেষ্টা করে সব দমিয়ে রাখতে,
যারা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে,
তাদের পথ এই মহান পথের বিরুদ্ধে যায়,
তারা গরীবদের আরো নিঃস্ব করে,
ধনীদের করে আরো ধনবান।

জ্ঞানী শুধু দিয়েই যায়,
কেননা তার কোন অভাব নেই, অফুরন্ত সম্পদ,
সে কিছু প্রত্যাশা করে না,
এভাবেই সে সফল হয়,
তার এই মহানুভবতায় কোন অহংকার থাকে না,
থাকে না শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই।

পদ্য-৭৮

জগতে এমন কিছু নেই
যা জলের মত সরল এবং প্রাণের আধার।
সকল কিছুকে সে হালকা করতে পারে,
হোক যতই শক্ত, অনমনীয়, কিংবা জোরদার।
এমন ক্ষমতা শুধু জল ই দেখাতে পারে, বারবার।

কোমলতা জয় করে কঠোরতা;
মৃদু বিষয় জয় করে কঠিন দৃঢ়তা;
সকলেই জানে এ ধারা,
তবে খুব কম মানুষের সম্ভব হয়- এটা চর্চা করা।

জ্ঞানী পরম দুঃখের মাঝেও মনকে রাখে শান্ত ও স্থির।
জগতের কোন খারাপ তার হৃদয়কে করতে পারে অস্থির।
কেননা তিনি কখনও মোহের মাঝে থাকেন না,
তিনি জগতের সবচেয়ে বড় ত্রাতা।

সত্য বাণী হেঁয়ালিময়।

পদ্য-৭৯

আবারও সুযোগের নাম ব্যর্থতা।
যদি করো দোষারোপ,
খুঁজে পাবে অগণিত দোষ, ফুরোবেনা তা।

জ্ঞানী তার দায়িত্বে সচেতন,
সব কাজ ভালভাবে করেন পূরণ,
দোষ থেকে নিজেকে রাখেন মুক্ত-নিবর্তন।
তিনি তাই করেন যা প্রয়োজন,
অপরের কাছে নেই কোন চাওয়া, নিজেই নিজের আপনজন।

পদ্য-৮০

বিজ্ঞতায় পরিচালিত হলে দেশ, সুখে থাকে মানুষজন।
উপভোগ করে খেটে খেতে,
যন্ত্র বানানো নষ্ট শ্রম, এই ভেবে তাই খাটায় না মন।
ভালোবাসে তারা দেশকে ভীষণ,
চায় না করতে বিদেশ ভ্রমণ, কত সুন্দর তৃপ্ত জীবন।
থাকুক যতই সম্বল কম,
কাটাবেনা তবু প্রবাস জীবন।
যতই থাকুক অস্ত্র ভীষণ,
করবেনা ব্যবহার এ তাদের পণ।
ভালবাসে তারা দেশের খাবার,
সুখের জীবনে থাকে পরিবার।
অবসরে গড়ে ফুলের বাগান,
প্রতিবেশী যেন জানের জান।
পাশের দেশ যেমনই হোক,
নিজের দেশেই রাখে চোখ,
শান্ত পরিবেশে প্রাণবন্ত মনে,
দেহত্যাগ করে তারা পূর্ণ জীবনে।

পদ্য-৮১

সত্য বাক্যে থাকে না মনের মাধুরী,
মিথ্যা বাক্য করে শব্দের বাহাদুরী।
জ্ঞানীরা কখনো খুঁজে না কারো দোষ,
যারা দোষ খুঁজে তারা জ্ঞানী নয়, ভণ্ডের দল, মুখে জ্ঞানের মুখোশ।
ইচ্ছে যার জানার, মুখস্থের বাসনা থাকেনা তার,
মুখস্থের লক্ষ্য যার, নেই বাসনা জানার।
জ্ঞানী সমস্ত বিশ্বকে-দেখে নিজের মাঝে,
থাকেন না আবদ্ধ তাই ক্ষণিক স্মৃতির ভাজে।
যত তিনি দেন, আরো বেশি পান, জ্ঞানের সাগর,
অপরের সেবায় খুঁজে পান সব, নতুন আলোর ভোর।
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জ্বরদস্তি ছাড়াই জগতকে ধারণ করে- এ মহান পথ,
প্রভাবিত না করেই জ্ঞানী নেতৃত্ব দেন- এ জীবনের রথ।